যুগান্তর
তারিখ 30 OCT 2008
পৃঃ ১৮ ... ১

উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি নীতিমালা চূড়ান্ত হচ্ছে

বহিষ্কার চাকরিচ্যুতি ও পুলিশে হস্তান্তর বিধান থাকছে

যুগান্তর রিপোর্ট

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাময়িক বা স্থায়ী বহিষ্কার, চাকরিচ্যুতি ও প্রচলিত আইনে শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থাসহ কঠোর বিধান রেখে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রণীত হচ্ছে যৌন নিপীড়নবিরোধী নীতিমালা। আগামী মাসের মধ্যে এ নীতিমালা অধ্যাদেশ আকারে জারির লক্ষ্যে বর্তমানে কার্যক্রম এগিয়ে চলছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) তত্ত্বাবধানে এই নীতিমালার খসড়া নিয়ে বুধবার মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়. নীতিমালাকে সামনে রেখে দ্বিতীয়বারের মতো আয়োজিত সভায় দেশের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক, আইনজীবী, এনজিও কর্মী, নারীনেত্রীসহ দেশের সুশীল সমাজের ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। সভায় বক্তারা আইনের বিভিন্ন ধারার ব্যাপারে মন্তব্য ছাড়াও নীতিমালাটি শুধু উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সীমাবদ্ধ না রেখে স্কুল, কলেজ এবং মাদ্রাসার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য করার পরামর্শ দেন। প্রণীত খসড়া নীতিমালায় মোট ৭টি প্রধান ধারাসহ শতাধিক উপধারা রয়েছে।

চূড়ান্ত : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৪

চূড়ান্ত : যৌন হয়রানি

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

নীতিমালার উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে, যৌন হয়রানির দায়ে অভিযুক্তের শাস্তির বিষয়টি। পঞ্চম অংশে উল্লিখিত শাস্তির বিধানটি শিক্ষার্থী, ক্যাম্পাসের বহিরাগত, কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং শিক্ষক— এই চারটি ভাগ করা হয়েছে। চার ভাগে মোট ৩১ ধরনের শাস্তির নির্দেশনা রয়েছে। শিক্ষার্থীদের শাস্তির মধ্যে রয়েছে— মৌখিক ও লিখিত সতর্কতা, প্রদেয় সতর্কতা পুরো ক্যাম্পাসে প্রচার, এক বছরের জন্য বহিষ্কার ও প্রচার, দুই বছরের জন্য বহিষ্কার, অভিযুক্তকে পুলিশে হস্তান্তর ও সংশ্লিষ্ট সব প্রতিষ্ঠানে শাস্তির কথা প্রচার। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রাথমিক ছোটখাটো শাস্তি ছাড়াও অভিযোগকারীকে ক্ষতিপূরণ প্রদান, অভিযুক্তের ইনক্রিমেন্ট বৃদ্ধসহ আর্থিক সুবিধা বন্ধ, পদাবনতি, চাকুরিচ্যুতি এবং প্রয়োজনে তা সমজাতীয় ও জাতীয় প্রতিষ্ঠানে প্রচার। শিক্ষকদের ক্ষেত্রে প্রাথমিক শাস্তিসহ ক্যাম্পাসে অভিযোগ প্রচার, আর্থিক সুবিধা কেড়ে নেয়া, পদাবনতি, সব একাডেমিক ও পরীক্ষা কাজ থেকে বিরত রাখা, অভিযোগকারীকে ক্ষতিপূরণ প্রদান, চাকরিচ্যুতি ও তার অপকর্মের ব্যাপারে অন্যান্য সমজাতীয় প্রতিষ্ঠানে অবহিত করা এবং রাষ্ট্রীয় আইনে শাস্তি নিশ্চিতের লক্ষ্যে পুলিশে হস্তান্তরের বিধানও রয়েছে। বহিরাগতদের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ শাস্তি পুলিশে হস্তান্তর।

বিধান অনুযায়ী অভিযোগ উত্থাপিত হওয়ার পর তদন্ত সাপেক্ষে তার বিচার হবে। আর হয়রানির উদ্দেশ্যে ভুয়া অভিযোগ করলে এবং তা প্রমাণিত হলেও শাস্তির ব্যবস্থা থাকছে। তবে এই ধারাটির ব্যাপারে সভায় মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। অধিকাংশ নারী বিষয়টির বিপক্ষে অবস্থান নেন। তবে কয়েকজন বক্তা 'চেক এন্ড ব্যালেন্স'র জন্য ধারাটির প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করেন।

বুধবার সকালে ইউজিসিতে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান অধ্যাপক এহসানুল হক। এতে মডারেটরের ভূমিকায় ছিলেন ইউজিসির সাবেক সদস্য ও কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. জেহাদুল করিম। এছাড়াও ইউজিসি সদস্য ড. আমেনা বেগম, ড. আবদুল হাকিম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। অন্যান্যের মধ্যে সাবেক উপদেষ্টা অধ্যাপক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, প্রফেসর এমেরিটাস ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, প্রফেসর এমেরিটাস ড. নাজমা চৌধুরী, অধ্যাপক মাহবুবউল্লাহ, অধ্যাপক আকা ফিরোজ আহমদ, নারীনেত্রী আয়েশা খানম, অ্যাডভোকেট সালমা আলী, ব্যারিস্টার সারা হোসেন, অধ্যাপক মেহতাব খানম, অধ্যাপক আবদুল মান্নান আকন্দ, অধ্যাপক সাদেকা হালিম, অধ্যাপক আনোয়ারুল করিম, অধ্যাপক ফারজানা ইসলাম প্রমুখ আলোচনায় অংশ নেন। সভার সভাপতি অধ্যাপক জেহাদুল করিম ৩ নভেম্বরের মধ্যে খসড়া আইনের ওপর লিখিত সুপারিশ আহ্বান করে বলেন, তারা আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে খসড়া চূড়ান্ত করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জমা দিতে চান।

নীতিমালা অনুযায়ী বাংলাদেশের সব সরকারি-বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যাদেশটি কার্যকর হবে। এর নামকরণ হবে 'যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন নিরোধ নীতিমালা ২০০৮'। আইনের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে— যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন যে দণ্ডনীয় তা নির্দিষ্ট করা। আর এটা শুধু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং ছাত্রছাত্রী-শিক্ষকদের ক্ষেত্রে নয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে আইনে বৃহৎ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখা হয়েছে। কোন ছাত্রী ক্যাম্পাসের বাইরে স্টাডি ট্যুরে দেশে বা বিদেশে যেখানেই নির্যাতনের শিকার হোক, অভিযোগ উঠলে তাও বিবেচনায় আসবে। এছাড়া ক্যাম্পাসের ভেতর সব ধরনের যৌন হয়রানির ঘটনাও অন্তর্ভুক্ত হবে আইনের আওতায়। আর যৌন হয়রানির সংজ্ঞার মধ্যে 'টিজ' করা থেকে শুরু করে অবাঞ্ছিত (যৌন কামনা চরিতার্থ করার লক্ষ্যে) স্পর্শ, চিঠি, ই-মেইল, এসএমএস, পোস্টার, দেয়াল লিখন, বেঞ্চ-চেয়ার-টেবিল/নোটিশ বোর্ড লিখন, নোটিশ, কার্টুন ইত্যাদির মাধ্যমে হেয়কারী কর্মকাণ্ড, শিক্ষা-সাংস্কৃতিক ও সাংগঠনিক তৎপরতা বা শিক্ষাবহির্ভূত ব্যক্তিগত কাজে বাধা প্রদান, ক্লাসে বা ক্লাসের বাইরে শিক্ষক-শিক্ষার্থী কর্তৃক অপ্রাসঙ্গিকভাবে শিক্ষক-শিক্ষার্থীকে লক্ষ্য করে হয়রানিমূলক আচরণ, কুৎসা রটনা ও চরিত্র হননের চেষ্টা, নবীন শিক্ষার্থীদের র‍্যাগিংসহ যৌন কাজে বাধ্য করা, উদ্যোগ গ্রহণ, ধর্ষণ বা ধর্ষণের চেষ্টাকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এছাড়া পরোক্ষ কিছু বিষয়ও এসেছে নীতিমালার সংজ্ঞায়।

অধ্যাপক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী বলেন, নীতিমালা প্রয়োজন পড়ে নারীর স্বাধীনভাবে বিকশিত হওয়ার লক্ষ্যে। আইন করার পাশাপাশি তা বাস্তবায়নের ওপরও গুরুত্ব দিতে হবে। অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, যৌন হয়রানির ঘটনায় সব মহলের দাবি উঠেছে নীতিমালার ব্যাপারে। যখন পরাধীন ছিলাম, তখন এ ধরনের আইনের প্রয়োজন হয়নি। কিন্তু স্বাধীন দেশে প্রয়োজন পড়ল। বক্তারা নীতিমালাটি বাস্তবায়নে ইউজিসি, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও আইন মন্ত্রণালয়ের বিশেষ ভূমিকা পালন, এ ধরনের অপরাধ যাতে সংঘটিত না হয় সেলক্ষ্যে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টি এবং সামাজিক গবেষণা চালানোর সুপারিশ করেন।